প্রবন্ধ

প্রবন্ধের শিরোনামঃ- আদিতমারী উপজেলার সাহিত্য ও সংস্কৃতি

রচনা ও উপস্থাপনায়ঃ-
মোঃ আজিজার রহমান,
অধ্যক্ষ
আদিতমারী সরকারি কলেজ
আদিতমারী, লালমনিরহাট।

বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের সীমান্তবর্তী একটি জেলা লালমনিরহাট। জেলা হিসেবে এর আত্ম প্রকাশ ১৯৮৪ সালে ১লা ফেব্রুয়ারী হলেও এ জনপদের ইতিহাস ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সুপ্রাচীন।

১৭৬৫ সালের ১২ আগষ্ট রবার্ট ক্লাইভ এর নেতৃত্বে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী মোগল সম্রাট শাহ আলমের নিকট থেকে বাংলা-বিহার-উরিষ্যার দেওয়ানী লাভ করে। দেওয়ানী লাভের পর শাসন কার্যের সুবিধার্থে রংপুর কালেক্টরেট প্রতিষ্ঠা করা হয়। স্থায়ী পুলিশ বাহিনী গঠনের জন্য ১৭৯৩ সালে কোম্পানী সরকার থানা গঠনের সিদ্ধান্ত নিলে রংপুর কালেক্টরেটের অধীনে ২১ থানার মধ্যে তৎকালীন ফুরুনবাড়ী থানা যা পরবর্তীতে অবিভক্ত কালীগঞ্জ থানা।

আদিতমারী থানা পরবর্তীতে উপজেলা, প্রাচীন ফুরুনবাড়ী বা কালীগঞ্জ থানার অংশ বিশেষ। ১৬টি ইউনিয়ন সমন্বয়ে কালীগঞ্জ একটি বৃহৎ থানা হওয়ায় ১৯৮১ সালের ১০ এপ্রিল ৮টি ইউনিয়ন নিয়ে নতুন থানা আদিতমারীর আত্ম প্রকাশ। ১৯৮৩ সালের ৭ নভেম্বর বাংলাদেশ সরকারের মহিলা ও সমাজকল্যাণ বিষয়ক মন্ত্রী ড. সাফিয়া খাতুন এ উপজেলা যখন উদ্বোধন করেন তখন এর জনসংখ্যা ছিল ১,১৯,৯০২ জন।

আদিতমারী উপজেলার আয়তন ১৯৫.০৩ বর্গ কিলোমিটার। উত্তরে ভারতের কোচবিহার জেলার দিনহাটা থানা, দক্ষিণে গঙ্গাচড়া উপজেলা, পূর্বে লালমনিরহাট সদর উপজেলা, পশ্চিমে কালীগঞ্জ উপজেলা। তিস্তা, ত্রিমোহনী এবং ধরলা নদীর ভাঙ্গন প্রতি বছর বন্যার সৃষ্টি করে। স্বর্ণামতী ও সরস্বতী নদী মৃত প্রায়। বোনচুকি ও গালান্দি বিলও মৃত প্রায়। নামুড়ির বিল উল্লেখযোগ্য।

১৯৫.০৩ বর্গ কিলোমিটার আয়তন বিশিষ্ট আদিতমারী উপজেলা ইউনিয়নের সংখ্যা ৮, গ্রামের সংখ্যা ১১২। তিস্তা ও উহার ছোট বড় শাখা প্রশাখা নদীর বিধৌত পলিমাটি দ্বারা গঠিত এ উপজেলার ভূমি।

ভাষা সাহিত্য ও সংস্কৃতিক ঐতিহ্যঃ

বর্তমানে লালমনিরহাট বৃহত্তর রংপুর অঞ্চলের একটি জেলা। জেলা হিসেবে লালমনিরহাটের আত্ম প্রকাশ অধুনা হলেও এ অঞ্চলের ভাষা ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সুপ্রাচীন। বাংলা ভাষার আদি নিদর্শন ৬৫০-১২০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে রচিত চর্যাপদ। এর ভাষা ভঙ্গি বিশ্লেষনে বলা হয়ে থাকে যে, বাংলা ভাষার উৎপত্তি ঘটেছে গৌড়ীয় প্রাকৃত থেকে। গৌড়ীয় অপভ্রংশের মধ্য দিয়ে বঙ্গকামরূপী আদি স্তর হতে। চর্যাপদের ভাষায় লালমনিরহাটসহ রংপুর অঞ্চলের ভাষা ভঙ্গির অনেক নিদর্শন লক্ষ্য করা যায়। যেমন- ঘিন, আইস, পসরী প্রভৃতি সহ চর্যাপদের ব্যবহৃত আরও অনেক শব্দ লালমনিরহাট জেলার লোকসমাজের এখনও প্রচলিত রয়েছে। প্রাচীন কামরূপে রাজা কান্তেশ্বর কামতাবিহার রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। ত্রয়োদশ মতান্তরে পঞ্চদশ শতাব্দীতে। এ

রাজ্যের সীমানা উত্তরে হিমালয়ের পাদদেশ কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং, দক্ষিণের রংপুর, ঘোড়াঘাট, বগুড়া, পূর্বে আসাম প্রদেশের কাছাড়, কামরূপ, সিলেট, গোয়াল পাড়া ও ধুবড়ি জেলা এবং পশ্চিমে পুরানাদি বর্ণিত করতোয়া নদী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এ রাজ্যের অধিবাসীগণ যে ভাষায় কথা বলতেন উত্তর বঙ্গের অনেক গবেষক এ ভাষাকে সরাসরি বাংলা ভাষা না বলে কামতাবিহারী ভাষা বলে আখ্যায়িত করেছেন। সুতরাং লালমনিরহাটের ভাষাও এ আখ্যায় আখ্যায়িত।

লোক সাহিত্য ও সংস্কৃতিঃ

লোক সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে আদিতমারী উপজেলা অঞ্চলে কিছু নিজস্ব সংস্কৃতি আছে। লোক সমাজে প্রচলিত ছড়া, প্রবাদ প্রবচন, মেয়েলি গীত, মন্ত্র, লোকসঙ্গীত প্রভৃতি লোক সাহিত্যের মূল্যবান উপাদান।

ঘুম পাড়ানী ছড়াঃ- ১) আয় নিন্দো বায় নিন্দো
পাইকোরের পাত-
কান কাটা কুকুর আইসে
ঝিৎ করিয়া থাক।

২) ঐ চেংরিটাক ধরতো
কইল্যা ভাজি করতো
কইল্যাত ক্যানে পোকা
ধর শালীর খোঁপা
খোঁপা ক্যানে ঢিল
মাইয়াক ধরি কিল।

ছেল্লকঃ- ছেল্লক গ্রাম্য সমাজের বিনোদনের অন্যতম মাধ্যম ,

১) অপর গেইলে দেয় বউ
ভাতার গেইলে দেয় না।
উত্তরঃ-ঘোমটা।

২) আকাশে বাতাসে আছে পৃথিবীতে নাই
চাঁদ আর তারায় আছে সুরুজেতে নাই।
উত্তরঃ- া (আকার)

৩) হাত আছে পাও নাই
গলা আছে তলা নাই
মাইনসক গিলি খায়
কনতো শুনি কাঁয়।
উত্তরঃ- জামা।

২/১২

মেয়েলি গীতঃ- লোক সমাজে মেয়েলি গীতের প্রাধান্যতা লক্ষ্য করা যায় সাধারণত বিয়ের বাড়িতে। লালমনিরহাট জেলায় প্রচলিত বিয়ের কয়েকটি গীত দেওয়া হলো-

হলুদ তোলার গীতঃ

সোনার খড়ম পায়ে দিয়া
হলদি তুলবার গেনুরে
ওরে হলদি
তোক কিসের লাগিয়া বনুরে

বরের হলুদ বাটার গীতঃ-

বাঁশের মধ্যে বাঁশরী
জমির মধ্যে হলদি
বাঁছার কাঁয় কাঁয় আছে দরদী
তাঁয় বাটপে হলদী।

কনের হলুদ বাটার গীতঃ-

বাঁশের মধ্যে বাঁশরী
জমির মধ্যে হলদি
বালীর কাঁয় কাঁয় আছে দরদী
তাঁয় বাটপে হলদী।

লোকসঙ্গীতঃ এ জেলায় প্রচলিত লোকসঙ্গীতের মধ্যে ভাওয়াইয়া, পল্লীগীতি ও বাউল সঙ্গীতে প্রধান। কুশাইন গান, কবি গান, পালা গান, সাদা পাগলার গান, গাঁথার গান, মাইয়া বন্দক থোয়া গান প্রভৃতি লোকসঙ্গীতের আসর এখন আর খুব বেশী নজরে পড়ে না।

নিচে কয়েকটি লোকসঙ্গীত দেওয়া হলোঃ-

ভাওয়াইয়াঃ-

১) আজি শুনেক শুনেক শুনেক ভাবি কও তোরে আগে
বিয়াও দিবার চাইছে দাদা বিয়াও ক্যা নাদে
আর কতকাল থাকিম ভাবি হাল গাড়ী বয়া।।
ও মোর ভাবি হে .....

২) কাঞ্চাত গারিনু আকাশী আকালি
আকালি ঝুম ঝুম
করে রে বন্ধুয়া
বাতাশে হেলিয়া পড়ে।

৩/৬

পল্লীগীতিঃ

১) নিশি রাইতে বাজাইওনা ঐ বাঁশের বাঁশরী
প্রাণ বন্ধুরে নিশি রাইতে বাজাইওনা বাঁশরী
ও তোর বাঁশী শুনে অবলার প্রাণ হয়রে উদাসী।

বাউল সঙ্গীতঃ

দেখনা কথা জওয়াব দিবে তোর নিজের মনে
পুঁছিস কেন সেই বিষয়টা অন্যজনে।।
ডানে কি বাম চলেছিস, সে কথা তুই নিজেই জানিস
মিছে কেন ধ্বজা ধরিস, দেখনা ভেবে আপন মনে। ঐ

কুশাইন গানঃ

এইস ওগো প্রভু এইস আমার থানে
অধমক্ তরাইতে প্রভু আইসেন তো গেলে।।
আমার আসর ছেইরে গো রাম অন্যের আসরে যাবো।
দোহাই নাগে বিশ্বামিত্রের কৌশলার মু-খামো।।

প্রবাদ প্রবচনঃ

১) যার ঘরত অন্ন, তাঁয় আন্দি বাড়ি খায়
যার ঘরত নাই, তাঁয় পরার মুখে চায়।

২) যাঁয় না পায় গাইন ছিলব্যার
তাঁকে দিছে সন্দুকের বায়না।

৩) ছাওয়ার বাপ না কান্দে, মাও না কান্দে
কান্দে টারীর নাউয়া
যার বিয়াও তার কথা নাই
পরশী কান্দে ফাউয়া।

৪) পাখির মধ্যে পায়রা
সাগাইর মধ্যে ভায়রা।

৫) বেটি নাং করে
মাও কোরান পড়ে।

8/6

মন্ত্রঃ- কুমলি বা জন্ডিস ঝাড়ন মন্ত্রঃ

ডাইনে ঝাড়োং বাঁয়ে ঝাড়োং
ত্যাল প্রান্ডির পাওঁ ধরোং
শিব চন্দ্র গুরুর পাওঁ
ফলনার কুমলি ঝাড়ি দেওঁ
তাড়াতাড়ি ছাড়।

স্তনের (থনের) বিষ ঝাড়ন মন্ত্রঃ

থনকো উবজিলো রবি বারে
থনকো ঝাড়ে মহাদ্বারে
সাত থনকো দুই ভাই
ফলনার থনকো ঝাড়ি যাই
তাড়াতাড়ি ছাড়।

প্রচলিত ছড়াঃ

১) প্যালকা আন্দোং প্যালকা আন্দোং
প্যালকাত না হয় নুন
হামার বাড়ির বুড়ি কোনার
গুদ গুদি শুন।

২) তিস্তা নদীর কত্তি মাছ
নুনে ঝালে করলে বাস।

লেখক ও তাঁদের সাহিত্য কর্মের তালিকাঃ- (পরিচিতি সহ)

১) কবি শেখ ফজলল করিমঃ- জন্ম- ১৮৮৩, মৃত্যু-১৯৩৬। তিনি লালমনিরহাট জেলার কাকিনা গ্রামে জন্ম গ্রহন করেন। তাঁর রচিত গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য- তৃষ্ণা, মানসিংহ, পরিত্রাণ, ভগ্নবীণা, লাইলী মজনু প্রভৃতি। (পৃষ্ঠা নং ২৪৯)

২) কাজী শেখ রেয়াজ উদ্দীন আহম্মেদঃ- জন্ম- ১৮৮৩, মৃত্যু- ১৯৭২। তিনি লালমনিরহাট জেলার কালীগঞ্জ থানার দলগ্রাম ইউনিয়নে কাজী পরিবারে জন্ম গ্রহন করেন। তাঁর রচিত গ্রন্থ- ইসলাম প্রচারের ইতিহাস, আরব জাতির ইতিহাস, মালেকা উপন্যাস।

৩) যাদব চন্দ্র দাসঃ- জন্ম- ১৮৮৫ মৃত্যু- ১৯৩১। তিনি কালীগঞ্জ উপজেলার তুষভান্ডার ইউনিয়নের উত্ত ঘনেশ্যাম গ্রামে জন্ম গ্রহন করেন। তাঁর রচিত গ্রন্থ- কর্মবীর, শান্তি কণা, কুঞ্জ, আঁধার আলো, খোকার সাধ।

৪) ধর্ম্ম নারায়ণ সরকার ভক্তিশাস্ত্রীঃ- জন্ম- ১৯১৭, মৃত্যু- ১৯৯২। কালীগঞ্জ উপজেলার দলগ্রামে জন্ম গ্রহন করেন। তাঁর প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা ১৪ খানা।

৫) শেখ আমানত আলীঃ জন্ম- ১৯২৯, মৃত্যু- ১৯৯৭ । আদিতমারী উপজেলার পলাশী গ্রামে জন্ম গ্রহন করেন। তাঁর কাব্যের নাম পরিক্রমা।

৬) বাউল রাজ্জাক দেওয়ানঃ জন্ম- ১৯৫৫ সালে। লালমনিরহাট জেলার আদিতমারী উপজেলা ৩ নং দুরাকুটি গ্রামে জন্ম গ্রহন করেন। তাঁর লেখা ৩০০ শতাধিক সঙ্গীতের মধ্য থেকে ৫০টি বই আকারে প্রকাশিত হয়েছে।

৭) ডাঃ সেরাজুল হকঃ- জন্ম- ১৯১৮, মৃত্যু- ১৯৯২। ভারতের জলপাইগুড়ি জেলাধীন ময়নাগুড়ি থানার মাধব ডাঙ্গা গ্রামে জন্ম গ্রহন করেন। তাঁর ১৯০টি কবিতা প্রকাশিত হয়েছে। তিনি ১৯৫২ সালে পূর্ব পাকিস্তানে স্বপরিবারে রংপুর জেলার বর্তমান লালমনিরহাট জেলার কালীগঞ্জ থানাধীন উত্তর মুসরত মদাতী গ্রামে স্থায়ীভাবে বসবাস করেন।

৮) পাগলা জাহাঙ্গীরঃ- জন্ম- ১৯৭৭। লালমনিরহাট জেলার আদিতমারী উপজেলাধীন কমলাবাড়ী ইউনিয়নের চড়িতাবাড়ী গ্রামে নানার বাড়ীতে জন্ম গ্রহন করেন। পাগলা গীতি শিরোনামে কিছু সঙ্গীত গ্রন্থাবদ্ধ হয়েছে।

৯).কবি সুরুজ্জামান সুরুজঃ- জন্ম- ১৯৬৩। লালমনিরহাট জেলার আদিতমারী জেলাধীন দুর্গাপুর ইউনিয়নের গন্ধমরুয়া গ্রামে জন্ম গ্রহন করেন। ২৫টি সঙ্গীত রচনা করেন।

১০).হাজী খৈমুদ্দিন সরকারঃ- জন্ম- ১৮৮৬। তিনি লালমনিরহাট জেলার আদিতমারী উপজেলার সারপুকুর ইউনিয়নের সবদল গ্রামে জন্ম গ্রহন করেন। পুঁথি রচনা করেন।

সর্বোপরি আদিতমারী উপজেলার সাহিত্য সংস্কৃতি অনুষ্ঠানের কবি, সাহিত্যিক, গবেষক, লেখক, বুদ্ধিজীবীসহ সকল শ্রেণি পেশার মানুষ সম্মিলিতভাবে আমরা আদিতমারী উপজেলাকে একটি উন্নত, সমৃদ্ধ, আধুনিক মডেল উপজেলায় পরিনত করতে পারি এবং সম্মিলিত উদ্যেগ গ্রহন করে একটি স্মারক প্রকাশনা- প্রকাশ করে সংরক্ষণ করা যেতে পারে। যা পরবর্তী প্রজন্মের জন্য এ অঞ্চলের প্রাচীন সাহিত্য সংস্কৃতি চর্চা বিকাশে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

৬/৬

২৭/৯/১২

মোঃ আজিজার রহমান
অধ্যক্ষ
আদিতমারী সরকারি কলেজ
আদিতমারী, লালমনিরহাট।
মোবাঃ ০১৭৪৮৯৪৯৪৭৪